Contents

# সোনামণি প্রতিভা

২৫তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৭

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান অথবা মাজূসী বানায়’ *(বুখারী হা/১৩৮৫)*।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

২৫তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

# সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

## সূচীপত্র


- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৩
- হাদীছের আলো ০৪
- প্রবন্ধ ০৫
- হাদীছের গল্প ২২
- এসো দো'আ শিখি ২৩
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৫
- কবিতাগুচ্ছ ২৮
- একটুখানি হাসি ৩১
- আমার দেশ ৩২
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৪
- রহস্যময় পৃথিবী ৩৫
- সাহিত্যাঙ্গন ৩৯
- দেশ পরিচিতি ৪০
- যেলা পরিচিতি ৪০
- আযব হলেও গুজব নয় ৪১
- আন্তর্জাতিক পাতা ৪২
- সংগঠন পরিক্রমা ৪২
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৪৪
- ভাষা শিক্ষা ৪৭
- কুইজ ৪৭



♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক



**সার্বিক যোগাযোগ**
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩



**মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র**

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

# সম্পাদকীয়

## অপসংস্কৃতি থেকে সাবধান

ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র জীবন বিধান। 'সংস্কৃতি' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি' *(জীবন দর্শন পৃ. ৩৮)*। সার্বিক জীবনাচারকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের আলোকে শারঈ তরীকায় গড়ে তোলা ও পরিচালনা করাই ইসলামী সংস্কৃতি। মানুষের স্বভাব ধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান ও মাজূসী বানায়' *(বুখারী হা/১৩৮৫)*। এখানে ফিৎরাত অর্থ ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার ইলাহী অনুপ্রেরণা নিয়েই প্রত্যেক মানব সন্তান দুনিয়াতে আগমন করে। তাই প্রত্যেক আদম সন্তানের স্বভাব ধর্ম হল তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য করা। যেমন সন্তানের স্বভাব ধর্ম হল তার পিতা-মাতার প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাদের প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখা।

যে মানব সন্তানের জীবন অহি-র বিধান দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, তিনিই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান মানুষ। পক্ষান্তরে যার জীবন অহি-র বিধানের বাইরে প্রবৃত্তির অনুসরণে পরিচালিত হবে সেটাই হবে অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি আমাদের জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশী দানা বেঁধে আছে। যার অনেকগুলি আমদানিকৃত, অনেকগুলি চাপানো এবং বাকীটা আমাদের কপোলকল্পিত। যেমন-সোনামণিদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা, জন্মদিনে কেক কাটা, মুখে ভাত দেওয়ার নামে নবান্ন অনুষ্ঠান করা, মঙ্গলঘট বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, মেয়েদের প্রকাশ্য খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা, ঢোল-তবলা ও বাঁশি বাজিয়ে রাতভর নারী-পুরুষ নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা, মেয়েদের নাক-কান ফুটানোর নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা, বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছেলের কান ফুটানো, ছেলে-মেয়েদের গলায়, হাতে ও কোমরে কুরআনের আয়াত লিখিত বা গাছের শিকড় ভর্তি তাবীয ঝুলানো, রঙিন সুতা, রাবার, বিভিন্ন ধাতুর বালা বাঁধা, কপালে টিপ দেওয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও ভালোবাসা দিবস এবং থার্টি ফাস্ট নাইট পালন করা, ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি, মিনার, বেদী ও সৌধ নির্মাণ এবং তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, বর্ষবরণ, নবান্ন, পলান্ন উৎসব, বৃষ্টি আনার জন্য সোনামণিদের দিয়ে ব্যাঙের বিবাহ দান, কাদা মাখা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করা। এগুলি সবই অপসংস্কৃতি। স্নেহের সোনামণিরা! মনে রাখবে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আল্লাহ্র নিকট দিতে হবে। তাই আমরা সার্বিক জীবনে যাবতীয় অপসংস্কৃতির বিষাক্ত থাবা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষ হব এটাই হোক আল্লাহ্র নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

# কুরআনের আলো

## আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা

**১.** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ○ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

১. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর' *(আহযাব ৩৩/৪১-৪২)*।

**২.** فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

২. 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*।

**৩.** وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

৩. 'আর তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪১)*।

**৪.** وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

৪. 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তাতে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

**৫.** وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

৫. 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

**৬.** وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

৬. 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। নিশ্চয়ই (নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ) যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না। তারা তাঁর গুণগান করে ও তাঁর জন্য সিজদা করে' *(আ'রাফ ৭/২০৫-২০৬)*।

# হাদীছের আলো

## আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা

**১.** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعاءَ

**১.** আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গোনাহের কাজের দো'আ না করলে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ না করলে কিংবা দো'আতে তাড়াতাড়ি না করলে বান্দার দো'আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাড়াতাড়ি কী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো'আ করেছি, আমি ঐ দো'আ করেছি, কৈ আমার দো'আ তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)*।

**২.** عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

**২.** আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য অগোচরে দো'আ করলে সে দো'আ কবুল করা হয়। তার মাথার পাশে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমীন! আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮)*।

**৩.** عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابنَ آدمَ إِنَّكَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغْفرَة

**৩.** আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে; আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান, তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরোয়া করি না। আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

# প্রবন্ধ

## শিশু ও নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

*মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*
*কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

**প্রতিকার :**

শিশুরাই একটি পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা পিতা-মাতার নিকট অমূল্য সম্পদ। অন্যদিকে মায়ের জাতি নারীরা সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের পরিপূরক। তারা না থাকলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং মানব জাতির বংশ বিস্তারের পথ বন্ধ হবে। তাই শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। নিম্নে শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হল।

**১. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা :**

দেশে ক্রমবর্ধমান শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে তথা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক ভাবে সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। কেননা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানব জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে। আর প্রকৃত শিক্ষা হল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহলে যে কোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। বিগত যুগে নূহ, 'আদ, ছামূদ, শো'আয়েব, ফেরাঊন ও তার কওমের পরিণতি এবং আধুনিক যুগে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং সাম্প্রতিক কালের বসনিয়া, সোমালিয়া, কসোভো এবং সর্বশেষ ইরান ও আফগানিস্তান ট্রাজেডী এসবের বাস্তব প্রমাণ বহন করে *(তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, ৩৭৮ পৃ.)*। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এর মূল উৎস আল-কুরআন। যার প্রথম বাণীই হল, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। অত্র আয়াতটিসহ সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরিত সর্বপ্রথম অহি। আর এটিই ছিল সর্বপ্রথম আসমানী বাণী যা মহান আল্লাহ আখেরী যামানার মানুষের প্রতি প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ যে ইলম তার প্রভুর সন্ধান দেয় সেটাই প্রকৃত ইসলামী ইলম বা ইসলামী শিক্ষা; আর যে ইলম তার প্রভুর নির্দেশিত পথ না দেখিয়ে শুধু দুনিয়া পূজা শেখায় সেটা প্রকৃত ইলম নয়। বরং শয়তানী ইলম যা মানুষকে

ধ্বংস করে এবং জাহান্নামে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(ফাত্বির ৩৫/২৪)*। একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রকৃত আল্লাহভীরু এবং তার নিকট শিশুরা আদরের ও নারী জাতি সম্মানের পাত্র। তিনি সংক্ষিপ্ত দুনিয়াবী জীবনকে ভালোভাবে পরিচালিত করে সকলের উপকার করতে বদ্ধ পরিকর। যেমন করেছিলেন আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী, মু'আবিয়া (রাঃ) ও ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) সহ অসংখ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং তাদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব।

**২. পিতা-মাতাকে সতর্ক থাকা ও পারিবারিক পরিবেশ ভাল রাখা :**

জন্মের পর থেকেই শিশুরা শিখতে শুরু করে। শিশুর শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় মায়ের কাছ থেকে তথা পরিবার থেকে। একটি শিশুকে গড়া মানে একটি জাতিকে গড়া। আর জাতি গড়ার এ মহান দায়িত্ব প্রথম ন্যস্ত হয় বাবা-মা ও পরিবারের উপর। এ কারণেই সন্তান লালন-পালনের আগে কিছু কিছু বিষয়ে বাবা-মায়ের প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক। অন্য কিছুতে গাফলতি করলেও এ বিষয়ে গাফলতি ঠিক নয়। কারণ এর সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি চলে, তেমনি শিশুর চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় প্রচেষ্টা দরকার। সোনার মানুষ গড়ার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা *(মাসিক আত-তাহরীক ১৭/১১ আগস্ট ২০১৪ পৃ.২৭)*। পরিবারে শিশু যা শেখে তা তার পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়। এ জন্য পরিবারে যেন সর্বদা ধর্মীয় পরিবেশ বজায় থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক পরিবার প্রধানের অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত রয়েছে পাষাণ হৃদয়ের ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে না যা তিনি তাদেরকে আদেশ করেন এবং তারা তাই করেন যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। পরিবারের পিতা-মাতা তার সন্তানদের কুরআন ও হাদীছের নিম্নোক্ত বাণীগুলি তুলে ধরে তাদেরকে দ্বীনের পথে অটল রাখতে উপদেশ দিবেন যেমন-

**১.** 'তোমরা ভয় কর সেইদিনকে যেদিন তোমারা সকলে ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকে পাবে তার স্ব-স্ব কর্মফল। আর তারা কেউ সেদিন অত্যাচারিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

**২.** 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

**৩.** 'ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে বান্দার সচ্চরিত্র এবং আল্লাহ্র সবচেয়ে ক্রোধের শিকার হবে ঐ ব্যক্তি যে, অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র' *(তিরমিযী হা/২০০২)*।

**৪.** 'ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বিচার হবে খুন সম্পর্কে' *(বুখারী হা/৬৮৬৪)*।

**৫.** লোকমান হাকীমের উপদেশগুলি সকলকে জীবনে বাস্তবায় করতে হবে। পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে লোকমান হাকীম তার সন্তানকে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(লোকমান ৩১/১৩-১৯)*।

পারিবারিক জীবনে সন্তান ইসলামী পরিবেশে গড়ে উঠলে বড় হয়ে ঐ সন্তান অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, খুনী ও বেপর্দা হবে না ইনশাআল্লাহ। পরিবারের সন্তানরা কখন কোথায় যাচ্ছে এবং কখন কোথায় থেকে আসছে এ ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা পরিবার প্রধানের অবশ্য কর্তব্য। হাদীছে এসেছে, 'সাবধান তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল। সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৬)*।

### ৩. আল্লাহমুখী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ক্বায়েম করা :

পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ক্বায়েম হলে শিশু ও নারী নির্যাতন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য মহান আল্লাহ কিছাছের বিধান ফরয করেছে। কিছাছ অর্থ শাস্তি, প্রতিশোধ ও সম-পরিমাণ কিছু করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় হত্যা বা আঘাতের সম-পরিমাণ শাস্তি প্রদান করা অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা। নিহত ব্যক্তিকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীকে ঠিক সেভাবে হত্যা করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের রক্তের বদলা

গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে যদি তাকে কিছু মাফ করে দেওয়া হয়, তবে সেটা যেন সুন্দরভাবে আদায় করা হয় এবং তাকে ভালোভাবে তা পরিশোধ করা হয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে লঘু বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর যদি কেউ এর পরে বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৮-১৭৯)*।

সমাজে বা রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ প্রদত্ত শাসন ও বিচার ব্যবস্থা অর্থাৎ কিছাছ বা খুনের বদলে খুন প্রতিষ্ঠিত থাকবে তখন হত্যাকারী জানবে যে, তাকেও হত্যা করা হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে সমাজে খুন-খারাবি ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিচার ব্যবস্থা হল বিবাহিত নারী পুরুষ যেনা করলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল যে, সে যেনা করেছে এবং সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন। ফলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। সে ছিল বিবাহিত *(বুখারী হা/৬৮১৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিছানা যার সন্তান তার, আর যেনাকারীর জন্য পাথর' *(বুখারী হা/৬৮১৮)*। আর অবিবাহিত যুবক ও যুবতী যেনা করলে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, যায়েদ ইবনু খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে অবিবাহিত যেনাকারীর জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসনের আদেশ দিতে শুনেছি' *(বুখারী হা/৬৮৩১)*।

তবে আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি কেউ ইচ্ছামত ক্বায়েম করবে না। করলে সমাজে ও দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বরং এটি ক্বায়েম করবে সরকার ও প্রশাসন। তাহলে এতে অপরাধীরা শাস্তি পেলে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা নেবে এবং অপরাধ সমূলে উৎপাটিত তবে।

**৪. জনগণের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা :**

সমাজ থেকে অন্যায় কর্মকাণ্ড দূর করতে হলে জনগণের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে। কেননা অন্যেরা সর্বদা সঙ্গে থাকেন না। কিন্তু আল্লাহ সর্বদা সাথে থাকেন। তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই মানুষের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে পারলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকবে ও অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এর পরেও যদি শয়তানী কুহকে পড়ে সে অপকর্ম করে বসে, তাহলে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে তওবা করবে এবং কড়া দুনিয়াবী শাসন তথা আল্লাহ প্রেরিত দণ্ডবিধি হাসিমুখে বরণ করে নেবে। বরং নিজে এসে ধরা দিয়ে দণ্ড চেয়ে নিবে *(দিকদর্শন-২ পৃ. ৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে তাক্বওয়ার বলে বলীয়ান মা'য়িয বিন মালিক আসলামী এবং আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা অপরাধ করে নিজে এসে শাস্তি চেয়ে নিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। এ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে আছে।

**৫. সমভাবে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়ন করা :**

শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের অন্যতম পথ হল বড়-ছোট নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ এ নীতি অবলম্বন করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমপরিমাণ যখম। আর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

**৬. পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা :**

সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করত সমাজে শিশু ও নারীদের নিরাপদ রাখতে হলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের উপর কোন অত্যাচার বা নির্যাতন হলে সেখানে বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাধী ধনী-গরীব, নিকটাত্মীয় বা যেই হৌক না কেন তার যথাযথ বিচার ও শাস্তি ক্বায়েম করতে হবে। কেননা বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হলে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মাখযূমী গোত্রের এক মহিলার ব্যাপার কুরাইশদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, যে চুরি করেছিল। তখন ছাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

সাথে কে কথা বলতে পারবে? তার প্রিয়জন উসামা ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র শাস্তি বিধানের ব্যাপারে সুফারিশ করছ। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়ে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কারণ কোন সম্মানী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তারা তার উপর শরী'আতের নির্ধারিত শাস্তি ক্বায়েম করত। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে মুহাম্মাদ (ছাঃ) অবশ্যই তার হাত কেটে দিত *(বুখারী হা/৬৭৮৮)*।

**৭. বিচার ব্যবস্থার শাস্তি সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা :**

শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব অভিযোগ ও অপরাধের সত্যতা হাতে নাতে পাওয়া যায় সেসবক্ষেত্রে গড়িমসি না করে সেগুলির উপযুক্ত শাস্তি আদালতের মাধ্যমে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। যাকে যেভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে তাকে সেভাবেই হত্যা করতে হবে। এ ধরনের দু'চারটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দেশ দ্রুত শান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

*[চলবে]*

## শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

*আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
*পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।*

*(৪র্থ কিস্তি)*

**সন্তানদের অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা :** সন্তানকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যেমন তাকে ভালোবাসতে হবে, তেমনি তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ 'তুমি তোমার আদবের লাঠি পরিবার থেকে তুলে নিয়ো না' *(আদাবুল মুফরাদ ১/৯ পৃ.)*। সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে লাঠির প্রয়োজন হতে পারে। এমন কি প্রাপ্ত বয়সেও শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একদা এক সফর থেকে আসছিলাম। রাস্তায় আমার হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে ছালাতের সময় হয়ে গেল। আমাদের নিকট পানি ছিল না। সেখানে কোন পানির ব্যবস্থাও ছিল না। জনগণ আমার আব্বার নিকট গিয়ে বলল, আপনি জানেন আপনার মেয়ে কি অসুবিধা ঘটিয়েছে? এ খবর শুনে আমার আব্বা আমার নিকট আসলেন এবং আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না' *(বুখারী হা/৩৩৪)*। আলোচ্য ঘটনাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতা সন্তানদের যে কোন বয়সে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখেন।

**সন্তানের মারাত্মক অপরাধে কঠোর শাস্তি না দিয়ে ধৈর্য ধরা :**

সন্তানদের মাধ্যমে কখনও এমন অপরাধ ঘটে যেতে পারে, যা মারাত্মক। এমতাবস্থায় আপনি যদি জিদ ধরে রাখেন তাহলে অপরাধ আরো বেড়ে যেতে পারে। শয়তান তাদের ঘাড়ে আরো চেপে বসতে পারে। এ অবস্থায় তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এর উত্তম নমুনা হলেন, পিতা ইয়াকূব (আঃ)। ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করে, তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত করলে, তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। আর এই বিষয়টি আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَاءُوْاعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 'এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্তমাখানো জামা হাযির করল। (এটা দেখে অবিশ্বাস করে পিতা বললেন,) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটা কাহিনী তৈরী করে দিয়েছে। (এখন আর করার কিছুই নেই) অতএব ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১২/১৮)*।

**সন্তান প্রতিপালনে সতর্কতা ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করা :**

সন্তান-সন্ততি হল পিতা-মাতার নিকট নয়নের পুত্তলি। পিতা-মাতা সন্তানের ভালোবাসা আর মঙ্গলের জন্য যে কোন কাজ করতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। তথাপি তাদের প্রতি অধিক ভালোবাস আর মোহে খারাপ কাজ যাতে করা না হয় এজন্য অধিক পরিমাণে সর্তক থাকতে হবে। সন্তানদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বাবা-মা সন্তানের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখেন। তবে এর পরিমাণ কখনও কঠিন কখনও হালকা আবার কোন ক্ষেত্রে, ক্ষমাসুলভ আচরণ উপহার দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'হে মুমিনগণ তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*।

**সন্তানদের অভিমত নেওয়া :**

সন্তানদের কোন কাজের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে তাদের অভিমত নিতে হবে। এ বিষয়ে তার কোন আপত্তি আছে কি-না তা জানতে হবে। তাহলে শয়তানের গোপন ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করা যাবে। এমনই ঘটনা ঘটেছিল ইবরাহীম

ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর মধ্যে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 'অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললেন, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন ভেবে দেখ তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে আমার আব্বু! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*। পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় বা অভিমত ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হতেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন তাহলে আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। সুতরাং পিতাপুত্রের অভিমত আদান প্রদান এবং তাদের দৃঢ়চিত্ততায় আল্লাহ খুশি হয়ে ইসালামের ইতিহাসে কুরবানীর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত জারি করে দিলেন। *(নবীদের কাহিনী-১, পৃ. ১৩৭-১৪০)*।

**সন্তানদের সঠিক প্রস্তাব মেনে নেয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা :**

সন্তান যদি কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া ভালো। যেমন ছাগল মালিক ও শস্য মালিকের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় পুত্র সুলায়মান (আঃ)-এর প্রস্তাব পিতা দাঊদ (আঃ) গ্রহণ করেন ও তার নিজের দেওয়া রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন।

ঘটনাটি হল এই যে, ইমাম বাগাভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদ (আঃ)-এর নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন।

বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ (আঃ)-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ

হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলির দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে। হযরত দাঊদ (আঃ) তার রায়টির চেয়ে পুত্রের রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। *(নবীদের কাহিনী-২, পৃ. ১৩০-১৩১)*।

কোন কোন সময় সন্তানদের নিকট থেকে উত্তম ফায়ছালা বা সমাধান আসতে পারে যা খুবই কল্যাণকর। এজন্যই সন্তানদের সাথে যে কোন কাজ করার পূর্বে মত বিনিময় করতে হবে। এতে করে সন্তানদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

**সন্তানদের ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলি শোনা ও তাৎপর্য থাকলে ব্যাখ্যা করা :**

আমরা গোলাম মোস্তফার কবিতায় পড়েছি 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে' আজকের ছোট্ট সোনামণিরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। হয়তবা তাদের কোন কথায় বড় কোন তাৎপর্য থাকতে পারে। এর উত্তম দৃষ্টান্ত পিতা ইয়াকূব (আঃ)। ছোট্ট শিশু ইউসুফ স্বপ্নের বৃত্তান্ত পিতা ইয়াকূব (আঃ)-কে শোনালে, তিনি তা শ্রবণ করলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন; আর তাকে সতর্ক করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'যখন ইউসুফ পিতাকে বলল, পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে ছিজদা করছে। পিতা বললেন, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ ১২/৪-৫)*।

**সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া :**

প্রতিটি শিশুরই মৌলিক অধিকারের অন্যতম হল শিক্ষা। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার। এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা করতে হলে, আদর্শ শিক্ষা ছাড়া কোনই পথ নেই। তাই বলা হয়, Education is the backbone of a nation 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন জিবরীল (আঃ) মারফত মহানবী (ছাঃ)-কে দ্বীনে ইলাহী শিক্ষা

দিয়েছেন। তারপরই তো তিনি প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর উপর অহি-র প্রত্যাদেশকৃত প্রথম শব্দই ছিল اِقْـرَأْ 'আপনি পড়ুন'। সুতরাং পড়া বা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيـضَةٌ عَلَى كُلِّ مُـسْلِمٍ 'ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮)*। সুতরাং আদরের সন্তানটিকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার অতীব যরূরী বিষয়। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে। ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيـنَ آمَنُـوا مِـنْكُمْ وَالَّذِيـنَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجَاتٍ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যার জ্ঞানবান আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দিবেন আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

**ইসলামী আদর্শ শিক্ষা না দিলে ক্ষতি :**

সন্তানকে ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে রাখার কারণে তারা কুফরীর পথে পা বাড়ালে তারা পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর কাফিররা বলবে আমাদের রব! জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়' *(হামীম সাজদাহ ৪১/২৯)*।

**ছোটদের উপর বড়দের প্রাধান্য না দেওয়া :**

রাসূল (ছাঃ) যে কোন কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন। তিনি ডান পাশে থাকা শিশুকে বড়দের আগে শরবত দিয়েছেন। যেমন- সাহল ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) এর নিকট এক পেয়ালা শরবত আনা হল। তা থেকে তিনি পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছিল সবচেয়ে ছোট একটি ছেলে আর বড়রা ছিল তাঁর বাম পার্শ্বে। তাই নবী (ছাঃ) বললেন, হে ছেলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি তা বড়দের আগে দেব? ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনার অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে আমার উপর প্রাধান্য দেব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে দিলেন' *(বুখারী হা/২৩৫১)*।

**শারঈ বিষয়ে সন্তানদের প্রাধান্য না দেওয়া :**

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা র কারণে আমরা অনেক সময় শারঈ বিষয়ের উপর তাদের প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অথচ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়াই উত্তম। সুতরাং আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ভালোবাসা পেতে তাঁর হুকুম পালন এবং মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণই একমাত্র পথ। আর

মুমিন হওয়ার অন্যতম গুণাবলী হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রাধান্য দেওয়া পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি অথবা দুনিয়ার অন্য কোন প্রিয় ব্যক্তির উপর। হাদীছে এসেছে, عَنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৭)*। আর আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে হলে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আলে-ইমরান ৩/৩১)*।

**শারঈ অপরাধে সন্তানদের ছাড় না দেওয়া :**

যে বিষয়ে শারঈ দণ্ডবিধি রয়েছে, সে বিষয়ের অপরাধে সন্তানদের ছাড় দেওয়া যাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পালক পুত্র উসামাহ (রাঃ) এক মহিলার চুরির অপরাধের ব্যাপারে তাঁর কাছে সুফারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম' *(বুখারী হা/৬৭৮৭)*।

**সন্তানকে মিথ্যা প্রলোভন না দেওয়া :**

সন্তানকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। সন্তানকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে রাসূল (ছাঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে তার বাচ্চাকে বলল, আস নাও অতঃপর তাকে কিছু দিল না। সে একজন মিথ্যুক মহিলা *(আহমাদ হা/৯৮৩৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আস তোমাকে কিছু দিব। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিবে? সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিব। তিনি বললেন, মনে রেখ! যদি তুমি তাকে কিছু না দাও, তাহলে তোমাকে একজন মিথ্যুক মহিলা বলে লেখা হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮৮২)*।

**সন্তানকে বদদো'আ না দেওয়া :**

গ্রাম বাংলার অনেক মা সরাসরি বাচ্চার দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে বাচ্চার মৃত্যু কামনা করে বলেন, 'তুই মরিস না কেন? 'তোর

মুখ দেখব না' ইত্যাদি। বিশেষত কৈশরে এসে সন্তানদের চঞ্চলতা ও দুষ্টুমি কখনও সহ্যের সীমা ছেড়ে যায়। ফলে সন্তানকে উদ্দেশ্য করেই সাধারণত মায়েরা এমন কথা বলে থাকেন। তাই এ সময় অনেক বেশী ত্যাগ ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠ দেখাতে হয়। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম যা কখনও কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেওয়া বা বদদো'আ করাকে সমর্থন করে না। সন্তান তো দূরের কথা জীব জন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াকেও সমর্থন করে না। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবনু আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলির পিছনে আমরা পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিলাম। উকবা নামক এক আনছারী ব্যক্তি তার উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন, তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোন অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দো'আ করো না। তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেন' *(মুসলিম হা/৭৭০৫)*। অতএব প্রতিটি পিতা-মাতাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? এজন্য রাগের মাথায়ও সন্তানদের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। সন্তান খারাপ হলে তার জন্য দো'আ করুন। কখনই তাদের উপর বদদো'আ করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বদদো'আ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না এবং নিজেদের ছেলে মেয়েদের জন্য বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থসম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না। কারণ তা কবুল হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯)*।

**বদদো'আর প্রতিফল :**

পিতা-মাতার বদদো'আ সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জুরাইজ (বনী ইসরাঈলের একজন আবেদ ব্যক্তি) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। কোন একদিন তার মাতা সেখানে আসলেন। বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এ কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরাইজ ছালাতরত

ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপরদিকে) আমার ছালাত (আমি এখন কি করব?)।

বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে তিনি তার ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসলেন এবং ডাকলেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা আর আমার ছালাত (আমি এখন কি করব?)। এবারো তিনি তার ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিনেও জুরাইজ একই কাজ করলে তার মা বললেন, হে আল্লাহ! এ জুরাইজ আমারই ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! কোন ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তার যেন মৃত্যু না হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তার মা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদ দো'আ করতেন তাহলে অবশ্যই তার উপর সে বিপদ পতিত হত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরাইজ-এর ইবাদতখানার নিকটেই (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। এরপর গ্রাম থেকে এক সুন্দরী মহিলা বের হয়ে এল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। ফলে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, এ সন্তান কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এ ইবাদতখানায় যে বাস করে তার থেকে। এরপর তারা শাবল, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চিৎকার করে ডাক দিল, তখন জুরাইজ ছালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নিচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এ পুত্র সন্তান কার? তখন জুরাইজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? শিশুটি বলল, আমার পিতা মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে এ কথা শুনতে পেল, তখন তারা বলল, (হে জুরাইজ!) আমরা তোমার ইবাদতখানার যতটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি, তা সোনা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। তারা তাই করল। এরপর তিনি তার ইবাদতখানায় উঠে বসলেন *(মুসলিম হা/২৫৫০; বুখারী হা/৩৪৩৬)*।

*[চলবে]*

**সোনামণি সংগঠন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

**শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।**

# আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

*মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ*
*দাশড়া, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।*

**ভূমিকা :**

বিশুদ্ধ আক্বীদা নিঃসন্দেহে মুমিন জীবনের মূল চাবিকাঠি ও মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ভিত্তি। 'আল-আক্বীদাহ' শব্দটি 'উক্বদাতুন' শব্দ থেকে উদ্গত। অর্থ-গিরা বা বাঁধন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'উক্বদাতুন নিকাহ' বা বিবাহের বাঁধন *(বাক্বারাহ ২/২৩৫ ও ২৩৭)*। মূলত কর্ম ছাড়া কোন বিষয়ে সন্দেহাতীত চূড়ান্ত বিশ্বাসই আক্বীদা। *(ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান, আক্বীদাতুত তাওহীদ, পৃ. ৮)।*

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ও পরিচ্ছন্ন আক্বীদা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**আল্লাহ কি নিরাকার সত্ত্বা?**

সমাজে প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ নিরাকার। অধিকাংশ মানুষ এই আক্বীদায় বিশ্বাসী। বহু আলেম এর পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। কিন্তু এটা সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার পরিপন্থী। মহান আল্লাহ্র আকার আছে। তিনি শুনেন, দেখেন এবং কথা বলেন। তাঁর হাত, পা, চেহারা, চোখ ইত্যাদি আছে। তবে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন কিছুই তুলনীয় নয়। বরং তিনি তাঁর মত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন সাদৃশ্য বর্ণনা করো না' *(নাহল ১৬/৭৪)*। এখানে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীছ হাদীছের আলোকে মহান আল্লাহ্র আকার প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

**(ক) আল্লাহ্র হাত :**

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করলাম, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ ইহূদীদের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন, 'ইহূদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের হাতই বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের এ উক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ করা হয়েছে; বরং তাঁর (আল্লাহ্র) দুই হাতই প্রসারিত' *(মায়েদাহ ৫/৬৪)*। এছাড়া ছহীহ হাদীছে এসেছে- 'আল্লাহ তা'আলা রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন' *(মুসলিম হা/২৭৫৯; মিশকাত হা/২৩২৯)*।

**(খ) আল্লাহ্র পা :**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে

(মুনাফিক্বদেরকে) সিজদা করার জন্য বলা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না' *(কলম ৬৮/৪২)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন (জাহান্নামীদের) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো কিছু আছে কি? অবশেষে জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাঁর পা তাতে রাখবেন। ফলে জাহান্নামের একাংশ অপরাংশের সাথে মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, আপনার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে' *(বুখারী হা/৬৬৬১; মিশকাত হা/৫৬৯৫)*।

**(গ) আল্লাহ্র চোখ :**

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্ব-হা ২০/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটা যেন ফুলে যাওয়া একটি আঙ্গুরের মত' (বুখারী হা/৩৪৩৯)।

**(ঘ) আল্লাহ্র চেহারা :**

আল্লাহ বলেন, 'ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহিমাময় ও মহানুভব আপনার পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ্র চেহারা রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী পূর্ণ জ্ঞানবান' *(বাক্বারাহ ২/১১৫)*।

**(ঙ) আল্লাহ্র কথা ও সাক্ষাৎ :**

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন *(নিসা ৪/১৬৪)*। অন্যত্র এসেছে, 'মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল, তখন তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন। তিনি তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দিন, আমি আপনাকে দেখব। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*।

এছাড়া ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'তাঁর (আল্লাহ্র) হাত, মুখমণ্ডল এবং নফস রয়েছে। যেমনভাবে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও নফসের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাঁর গুণ। কিন্তু কারো সাথে সেগুলির সাদৃশ্য নেই। আর একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা নে'মত। কেননা এতে আল্লাহ্র গুণকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মত। বরং তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি কারো রাগ ও সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহ্র দু'টি ছিফাত বা গুণ' *(আল-ফিকহুল আকবার, ৩০২ পৃ.)*।

**আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?**

এই ভ্রান্ত আক্বীদা অধিকাংশ মানুষের মাঝে চালু আছে যে, মহান আল্লাহ সব

জায়গায় অবস্থান করেন, তিনি প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিরাজ করেন। এমন কি বলা হয়, 'যত কল্লা তত আল্লাহ' (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ আরশে আযীমে সমুন্নীত। এখানে আমরা মহান আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান নন, বরং আরশে আযীমে সমুন্নীত, তার প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে তুলে ধরব।

**কুরআন থেকে দলীল :**

আল্লাহ তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমুন্নীত' *(ত্ব-হা ২৫/৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হয়েছেন' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। এছাড়াও ইউনুস-৩, রা'দ-২, ফুরক্বান-৫৯, সাজদাহ-৪, হাদীদ-৪ আয়াতসহ মোট ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমুন্নীত।

**হাদীছ থেকে দলীল :**

অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। যেমন-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, এমন কোন ব্যক্তি আছে-যে আমাকে ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? এমন কোন ব্যক্তি আছে-যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব। এমন কোন ব্যক্তি আছে-যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব' *(বুখারী হা/১১৪৫; মিশকাত হা/১২২৩)*।

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন যে, অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে' *(বুখারী হা/৩১৯৪)*।

৩. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, 'যয়নব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন, তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সপ্তম আসমানের উপর থেকে' *(বুখারী হা/৭৪২০)*।

৪. মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। ওহোদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হই, যেভাবে তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট

আসলে একে তিনি বড় অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করে দিব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে' *(মুসলিম হা/৫৩৭)*।

**৫.** আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দয়াশীল মানুষদের উপর দয়াময় আল্লাহ রহম করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯)*।

এছাড়াও মানুষের স্বভাবজাতও প্রমাণ করে মহান আল্লাহ উপরে আছেন। কারণ কোন বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখতে চাইলে মানুষ আগে উপরের দিকে হাত উঠায়। দুই হাত তুলে দো'আ করার সময়ও মানুষের লক্ষ্য থাকে উপরের দিকে। মুসলিম, অমুসলিম, নাস্তিক নির্বিশেষে সকলেই বিপদে-আপদে আকাশের দিকেই মুখ ফিরায়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে আছেন আমি তা জানি না, সে কুফরী করবে। অনুরূপভাবে যে বলবে, তিনি আরশে আছেন, কিন্তু আরশ আকাশে, না যমীনে অবস্থিত আমি তা জানি না, সেও কুফরী করবে। কেননা উপরে থাকার জন্যই আল্লাহকে ডাকা হয়; নিচে থাকার জন্য নয়। আর নিচে থাকাটা আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত এবং উলূহিয়্যাতের গুণের কিছুই নয়' *(ইমাম আবু হানীফা, ফিকহুল আবসাত, ৫১ পৃ.)*।

মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নীত কি না? এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, 'সমুন্নীত শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত' *(শহরস্তানী, 'আল-মিলাল ১/৯৩ পৃ.)*।

**পরিশেষে** আমরা সোনামণিদের উদ্দেশ্যে বলব, তোমরা সাবধান! ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া। ভ্রান্ত আক্বীদা নিয়ে যেমন ঈমানদার হওয়া যাবে না, তেমনি পরকালে নাজাতও মিলবে না। কেননা মানুষের আক্বীদা বিশুদ্ধ করানোর জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাই তোমরা আক্বীদা বিশুদ্ধ কর। মহান আল্লাহ্র আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

# হাদীছের গল্প

## কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত

*মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক্ব, ৯ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ আল-কুরআন নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য। পথ হারা জাতিকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দানের জন্যই কুরআনের অবতরণ। জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট হেরা পর্বতে সর্বপ্রথম সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য নাযিলকৃত কুরআনের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। এর প্রতিটি হরফ তেলাওয়াতে ১০টি করে নেকী হয়। এটি ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব নেই যার মর্যাদা এমন। নিম্নে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল। হযরত বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি রাতে সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং নিকটতর হতে লাগল। আর তার ঘোড়া লাফালাফি করতে লাগল। সে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করল। তখন ঘোড়ার লাফালাফি কমে গেল। আবার সে পুনরায় কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগল। তখন ঘোড়া পূর্বের ন্যায় লাফাতে লাগল। ঐ ব্যক্তিটি ভয় পেয়ে গেল। সকালে সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা ছিল আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা ছিল ফেরেশতা তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটতর হয়েছিল। তুমি যদি পড়তে থাকতে অতঃপর সকাল করে ফেলতে তথাপি তারা থেকে যেতে এবং মানুষ তাদেরকে দেখতে পেত। তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১৬-২১১৭)*।

**শিক্ষা :**

১. *কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়।*
২. *কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিক নেকী হাছিল করা যায়।*
৩. *কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র ফেরেশতারা নেমে এসে শুনতে থাকে।*

**'সোনামণি প্রতিভা' কেবল একটি পত্রিকার নাম নয়, বরং এটি ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। যা সোনামণিদেরকে ঘোর অমানিশায় সর্বদা মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ।**

# এসো দো'আ শিখি

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

**১৩. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে'।

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

**অর্থ :** 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'। *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

**১৪. নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :**

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ-

**উচ্চারণ :** *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ*।

**অর্থ :** আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ'। *(তিরমিযী হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৪২৮)*।

**১৫. (ক) ঝড়ের সময় দো'আ :**

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

**উচ্চারণ :** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া মিন শার্রি মা উরসিলাত বিহী'।

**অনুবাদ :** হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর মঙ্গল, এর মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অমঙ্গল হ'তে, এর মধ্যকার অমঙ্গল হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার অমঙ্গল সমূহ হ'তে'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫১৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَللَّهُمَّ لَقْحًا لاَ عَقِيْمًا *আল্লা-হুম্মা লাক্বহান লা 'আক্বীমান'* (হে আল্লাহ! মঙ্গলপূর্ণ কর, মঙ্গলশূন্য নয়)। *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫৮)*।

**(খ) বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আ :**

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ، ( الرعد ١٢)

**উচ্চারণ :** *সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি'।*

**অনুবাদ :** মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে'। *(রা'দ ১৩/১৩; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৫২২)*।

**(গ)** ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে অন্য সবকিছু থেকে'। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১৬২-৬৩)*।

উল্লেখ্য যে, এই সময় *আল্লা-হুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা অলা তুহলিকনা বি'আযাবিকা ওয়া 'আ-ফিনা ক্বাবলা যালিকা* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ'। *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫২১)*।

**১৬. রোগী পরিচর্যার দো'আ :**

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে দো'আ পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا-

**(১) উচ্চারণ :** *আযহিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।*

**অনুবাদ :** 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

**(২) অথবা** لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ *'লা বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ'*। 'কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ চাহেন তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন'। *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯)*।

**(৩) অথবা** দেহের ব্যথাতুর স্থানে (ডান) হাত রেখে রোগী তিনবার *'বিসমিল্লাহ'* বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِـزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِـهِ مِـنْ شَرِّ مَـا أَجِـدُ وَأُحَـاذِرُ

*আ'ঊযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু'* (আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে আমি আল্লাহ্র সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি)'।

রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি এটা করি এবং আল্লাহ আমার দেহের বেদনা দূর করে দেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩)*।

**(৪) অথবা** সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

**(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৮৭-২৯০)*।**

**'মানুষকে ভালবাসুন! আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিন। মানব সেবার মধ্যে আল্লাহ্র রহমত তালাশ করুন'**

*প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

# গল্পে জাগে প্রতিভা

## মীলাদ

*রবীউল ইসলাম*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

আবু সাইফ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ধনে জনে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করেন তিনি। শয়নে স্বপনে সর্বদায় ভাবেন সম্পদের পাহাড় গড়তে। পরকালের কোন চিন্তা নেই। ছালাত ছিয়ামের কোন সময় নেই। বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তার জীবনও ছিল অনুরূপই। চলাফেরা করেন খুব কষ্ট করে। একদিন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে টয়লেটে পড়ে যান তিনি। বুকে প্রচণ্ড আঘাত পান। তাকে চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সপ্তাহ খানেক চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। আবু সাইফ বাবার জন্য পাগল প্রায়। কোন ভাবেই বাবার আকস্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না। বাবার মৃত্যুতে টেনশনের মধ্য দিয়েই পেরিয়ে গেল ৩৮টি দিন। চল্লিশ আসতে আর মাত্র দু'দিন বাকী। বাবার চল্লিশা অনুষ্ঠান করতে হবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। অনুষ্ঠান সাজাচ্ছেন তিনি। প্রায় দশ হাযার লোকের আয়োজন। মীলাদ পড়ানোর জন্য প্রয়োজন একজন হুযূরের। আবু সাইফ গ্রামের একজন হুযূরের কাছে গিয়ে

বললেন, হুযূর আমার বাবার চল্লিশা আগামীকাল। আপনাকে মীলাদ পড়াতে হবে। হুযূর জানেন মীলাদ পড়িয়ে কোন ফায়দা নেই। কিন্তু মীলাদ না পড়ালে হয়তবা চাকুরী থাকবে না। তাই ভেবে-চিন্তে বললেন, ঠিক আছে। যাব ইনশাআল্লাহ। পরদিন সকালে হুযূর তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছেন। একটু দেরী হয়েছে। ভাবছেন কি যে বলে, আবার টাকা কম দেয় নাকি! ভাবছেন আর যাচ্ছেন। এদিকে মীলাদের আসরে মানুষের উপস্থিতি হাতে গণা কয়েক জন। এ দেখে হুযূর বলেই ফেললেন, একি বিয়ের অনুষ্ঠান না মীলাদ মাহফিল! মানুষ খাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। তাই তিনিও কুরআন মাজীদ খতমের নামে দু-এক পৃষ্ঠা পড়েন আর পাতা উল্টাতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজীদ পড়া শেষ। এবার বখসানোর পালা। কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, আপনারা সকলেই হাত উঠান মুনাজাত হবে। লোকেরা বিস্মিত হল, এত অল্প সময়েই কুরআন পড়া শেষ! কিন্তু কি বলবেন হুযূরকে। নিরূপায় হয়ে হাত উঠালেন সকলেই। হুযূর আরবী, বাংলা, উর্দূ, ফারসী ইত্যাদি মিলিয়ে অনেক দো'আ করলেন। কিন্তু মনে হল সবই যেন কৃত্রিমতা। যেন এক মায়া কান্না। তিনি দো'আ শেষ করেই বললেন, আমাকে বিদায় করুন, তাড়া আছে। অন্য জায়গায় যেতে হবে। তাই তাকে তাড়াহুড়ো করে রাজকীয় আপ্যায়ন ও মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বিদায় করা হল।

**শিক্ষা :**

১. *অধিকাংশ হুযূরেরা জানেন যে, চল্লিশা, জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন ইসলামী শরী'আতে নেই। কিন্তু টাকার লোভে তারা ছাড়তে পারেননা। তাই টাকার লোভে দ্বীন বিক্রি করা যাবে না।*

২. *যারা দেশ ও ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য যে কোন সময় দো'আ করা প্রয়োজন। মীলাদ বা দিবসের নামে আনুষ্ঠানিকতার কোন প্রয়োজন নেই।*

৩. *যারা পিতা-মাতাকে সত্যিকারার্থে ভালবাসেন তাদের উচিত পিতা-মাতার জন্য দান-ছাদাক্বা করা ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা-* رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

৪. *বর্তমানে যে মীলাদ মাহফিল চলছে এগুলি শুধুই পেট ও অর্থের জন্য। অর্থ দেওয়া বন্ধ করলেই মীলাদ বন্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।*

## মিথ্যা বলার পরিণতি

*মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ*
*সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী।*

একদিন নদীর ধারে নাচতে নাচতে এক বানর পানিতে পড়ে গেল। তাকে হাবুডুবু খেতে দেখে এক দয়ালু শুশুক এগিয়ে এলো। অতঃপর তাকে উদ্ধার করে বালুর চর পার হয়ে গহীন জঙ্গলে নিয়ে গেল। শুশুকটি বানরকে বলল, তুমি কি এখান থেকে একা তোমার বাড়ী যেতে পারবে? বানরটি চালাকি করে বলল, আরে এটাই তো আমার গ্রাম। আমার বাবা এ বনের রাজা। আমি হলাম রাজপুত্র। শুশুকটি বলল, বেশ! তাহলে

তো ভালোই হল, তুমি তোমার বাড়ীতে থাকো আমি নদীতে গেলাম। বানর মনে মনে ভাবল, এ এলাকায় যেহেতু তেমন কেউ নেই; বিধায় ইচ্ছা করলেই একটু চালাকি করে আমি এখানকার রাজা দাবী করতে পারি। তাহলে তাজা তাজা মোরগ-মুরগির রোস্ট খেতে দিবে। ভালো ভালো খাবার পেয়ে আমি এ বনের সব থেকে শক্তিশালী প্রাণী হব। এর মাঝে পশুরাজ সিংহের ভীষণ ক্ষুধা পেল। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সিংহ ছুটে বেড়াতে লাগল। এদিক সেদিক ছুটতে ছুটতে সিংহ এসে হাযির হল বানরের কাছে। এত বিশাল প্রাণীকে বানর কখনো দেখেনি। তাই সে সিংহকে দেখেই কাঁদতে লাগল। অসহায় বানরকে কাঁদতে দেখে পশুরাজ সিংহের দয়া হল। তাই আক্রমণ না করে সিংহ বানরকে তার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করল। বোকা বানর মনে করল, একে যদি আমার বাবার মিথ্যা পরিচয় দেয় তাহলে আমাকে সম্মান করবে। তাই সে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে বলল, আমি আমার বাড়ীর পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমাকে আমার বাড়ীর পথ দেখাবে? সিংহ বলল, তোমার বাড়ী কোথায় এবং তোমার বাবার নাম কি? বানর বলল, আমি এ বনের রাজপুত্র। সিংহ তো মহা খ্যাপা। সিংহ ছাড়া বনের রাজা আর কে হতে পারে? তাই সঙ্গে সঙ্গে এক থাবা মেরে মিথ্যাবাদী বানরকে সে মেরেই ফেলল।

**শিক্ষা :**

*মিথ্যার পরিণতি কখনো ভাল হয় না।*

## সৎ সন্তান

*আব্দুর রহমান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

এক পরিবারে ৪ জন সদস্য ছিল। পিতা-মাতা ও দুই ছেলে। মায়ের আশা দু'ছেলেকেই মাদরাসায় পড়াবে। কিন্তু বাবা তাদের মাদরাসায় পড়াবে না। তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করল, একজনকে মাদরাসায় পড়াবে। আর অপর জনকে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তাই তারা জিজ্ঞেস করল, কে মাদরাসায় পড়বে? বড় ছেলে বলল, আমি মাদরাসায় পড়ব না। মা তার ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, সোনামণি! আমি তোমাকে মাদরাসায় পড়াতে চাই, তোমার মত কি? ছেলে বলল, আমি তোমার প্রস্তাবে রাযী। এ কথা শুনে তার মা তার উপর খুব খুশি হল এবং তাকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিল। পিতা তার বড় ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। এভাবেই অনেক বছর চলে গেল। লেখাপড়া শেষে কর্মজীবনে ছোট ছেলে তার মা এবং পরিবার নিয়ে অনেক সুখে জীবন-যাপন করতে থাকে। বড় ছেলে আধুনিক শিক্ষা পেয়ে আধুনিক মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার মধ্যে ইসলামী জ্ঞান নেই। তাই সে স্ত্রীর কথায় বাবাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। এ কথা শুনতে পেয়ে ছোট ছেলে খুবই কষ্ট পেল। ছুটে গেল বাবার কাছে। বাবা তার ছোট ছেলেকে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলল আর বলল, হায়! আমি যদি বড় ছেলেকেও মাদরাসায় পড়াতাম এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতাম তাহলে আমাকে বাড়ী ছাড়তে হতো না!

**শিক্ষা :**

১. *প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সন্তানকে শিক্ষিত করা পিতা-মাতার কর্তব্য।*

২. *ছোট থেকেই সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলতে হবে।*

## উত্তম বন্ধু

*উম্মে হাফছা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

এক গরীব রাখাল ও কৃষকের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তারা দু'জনই ছিল খুব সৎ। একদিন তারা এক গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ করতে গেল। সেই জঙ্গলে অনেক হিংস্র জীব-জন্তু ছিল। তারা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক হিংস্র বাঘের সামনে পড়ে খুব ভয় ফেল। কৃষকটি গাছে উঠতে জানত। তাই সে দৌড়ে একটি গাছে উঠে গেল। কিন্তু রাখালটি গাছে উঠতে জানত না। সে কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে অসহায়ের মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কৃষকটির নিকট একটি দড়ি ছিল। সে রাখালকে বাঁচানোর জন্য তার দড়ি ফেলল রাখালের নিকট। রাখাল সেই দড়ি ধরে গাছে উঠল এবং বাঘের হাত থেকে বেঁচে গেল। ফলে রাখাল কৃষকের উপর খুশি হয়ে বলল, জাযা কাল্লাহু খায়রান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)।

**শিক্ষা :**

১. *বিপদের সময় আসল বন্ধুর পরিচয় মেলে।*

২. *বন্ধুর বিপদে যে কোন উপায়ে তাকে সাহায্য করা উত্তম বন্ধুর বৈশিষ্ট্য।*

# কবিতাগুচ্ছ

## হে পথিক

*আফযাল হোসাইন*
*হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

অদম্য সাহসে চল হে পথিক
প্রতিকূলতাকে কর লয়!
পূর্ণতা পাক তোমার জীবনে
আসুক কাঙ্ক্ষিত জয়।
ভীতুরা সবে টানিবে পিছে
করিবে তোমায় ভীত
পিছন ফিরে দেখিবেনা কভু
সম্মুখে ছুটো অবিরত!
কতোজনা তোমারে করিবে ঠাট্টা
করিবে যে উপহাস
মানিবেনা ইহাকে বাধা মোটেই
জানিবেনা সর্বনাশ।
সাহসীদের সর্বদা নিঃশঙ্কচে
করিবে অনুসরণ
সম্মুখ পানে নির্ভয়ে চলিবে
ফেলিয়া দৃঢ় চরণ।
পৃথিবীতে যারা হইয়াছে মহান
করিয়াছে জগৎ জয়
মন্দরে তারা ধরিয়াছে চেপে
নিন্দুকেরে পরাজয়।
নিজের লক্ষ্যে থাকিবে অটল
অমলিন চির অম্লান!
থামিবেনা কভু না করিয়া জয়
অর্জন করিবে সম্মান!
বিধাতা তোমারে দিয়াছে শক্তি
দানিয়াছে হিম্মত

ডরিবেনা কারো লইবেনা ভয়
বাঁধিবেনা দ্বিমত!
অভাব অনটন নিত্য সাথী
নয়তো বাধা কভু
দারিদ্র তোমায় করিবে মহান
সদা পাশে প্রভু!
দুঃখ কষ্ট অভিশাপ নহে
আশির্বাদ সমূলে!
শোকরে করো শক্তিতে ধারণ
দুঃখরে রাখো তুলে।
চলার পথে কণ্টকাকীর্ণ অতি
ভেবনা তুমি কেঁদনা
কাপুরুষেরা কভু সহেনা যাতনা
পারেনা লইতে বেদনা।
কঠোর সাবধানে সঙ্গী বানাও
লেগে থাকো দিন রাতি
আসিবে আসিবে জয় নিশ্চয়
উঁচিয়ে বুকের ছাতি।

## কুরআন হাদীছ শিখি

*ফাহমিদা আক্তার, হিফয বিভাগ*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

মাগো আমি শিখব না আর
হাট্টি মা টিম টিম
কুরআন থেকে শিখব আমি
আলীফ লাম-মীম।
একটি করে হরফে
দশটি করে নেকী
চলো সবাই আজ থেকে
কুরআন হাদীছ শিখি।

## আমরা সোনামণি

*ফাতিমা, ৭ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আমরা হলাম সোনামণি ফুটন্ত গোলাপ
কখনো করব না কথার খেলাপ।
আমাদের দ্বীন হল ইসলাম
আমরা দেব বড়দের সালাম।
আল্লাহকে করব ভয়
লেখাপড়াতে করব জয়।
মিথ্যা কথা কভু নাহি বলব
সর্বদা সত্যের পথে চলব।
পিতা-মাতা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করব
রাসূলের আদর্শে জীবনকে গড়ব।
ছোটদের স্নেহ বড়দের দিব সম্মান
কেননা আমরা হলাম সোনামণি
এক ফুটন্ত গোলাপের নাম।

## ঈদের বৈচিত্র্য

*শফীকুল ইসলাম*
*কনইল, সদর, নওগাঁ।*

ঈদের খুশি এখন যেন
হয়ে গেছে অন্য
ঈদের অনেক আগে মানুষ
কেনে নানান পণ্য।
বড় লোকের বড় চাওয়া
শুধু নিজের জন্য
গরীব লোকের একটু চাওয়া
তাতেই ওরা ধন্য।
কেউবা ধনী গরীব দেখে
ঘৃণায় করে গণ্য
আমরা মানুষ ওরাও মানুষ
নয় যে কেউই বন্য।

## সংশয়

*রাকীবুল ইসলাম*
*কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।*

সারা দেশ জুড়ে যখন সদা হুমকি
আমরা কি পিছনে ফিরে দাঁড়াব থমকি?
মোরা কঁচি অঙ্গের ছোট্ট সোনামণি
মোরা নাকি জাতির ভবিষ্যৎ একথা শুনি।
কেন তবে এই অরাজকতা সারা পৃথিবীময়?
মোদের অন্তরে সদা হুমকির সংশয়।
শান্তির এ পৃথিবীকে অশান্ত আর করো না,
আমরা জাতির ভবিষ্যৎ এ কথা ভুলোনা।
মোদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে বিশৃঙ্খল করো না,
শৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠতে বাধা দিওনা।
মোদের সৌরভে পৃথিবী হবে সুগন্ধময়,
পথ চলতে আর সেদিন থাকবে না সংশয়।

## কেমন ছাত্র

**ফিরোজা পারভীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী**
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

সাত শ্রেণীতে আট বিষয়ে
ফেল করেছি মাত্র
চিন্তা করে দেখুন এবার
আমি কেমন ছাত্র।
ইংরেজী আমি জানিনা
বাংলা মোর ভাষা
আট বিষয়ে ফেল করেও
বাহ! বাহ! পাওয়ার আশা।
অঙ্কগুলি সহজ ছিল
তাই করেছি আগে
ভাগ্য আমার মন্দ বলে
শূন্য পেলাম ভাগে।

## ধৈর্য

*নাজমুন নাহার, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

জীবনের শিরোনামে
ধৈর্য সব চেয়ে বড় গুণ
বীরত্বের পরিচয় পাবো
সব কাজে থাকে যদি ধৈর্যের মূল।
জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে
ধৈর্য হারাবোনা কখনো কোনো কাজে।
ধৈর্যের সাথে যদি করি কোনো কাজ,
জিতবই জিতব পরব সোনার তাজ।
তাড়াহুড়ো করা মোটেও ভালো নয়,
ধৈর্যের সাথে করলে ফল উত্তম হয়।
ছোট্ট সোনামণি!
আমরা সবাই একথা জানি,
إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ এটা আল্লাহ্‌র বাণী।
ধৈর্যধারণ করলে তুমি পাবে মুক্তি
মনে কখনো করোনা এটা মিথ্যা যুক্তি।
ধৈর্যের কারণে পরকালে হবে শান্তি,
সেখানে আসবেনা তোমার কোনো ক্লান্তি।

## প্রিয় নবী

*মুহাম্মাদ আল-আমীন, ৯ম শ্রেণী*
*দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ*
*মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।*

সত্য পথে সত্য বলি
ন্যায়ের পথে মোরা চলি
মেনে চলি সব খানেতে
প্রিয় নবীর শিক্ষা।
খারাপ তথা অসত্য ছেড়ে
ন্যায়ের কথা বলি
সব খানেতে সর্বদা
দ্বীনের পথে চলি।
চরিত্রবান হব মোরা
প্রিয় নবীর মতো
তাহলে আমরা নাজাত পাবো
পরকালে যেয়েও।

# এ ক টু খা নি হা সি

## শিক্ষক ও ছাত্র

*উম্মে হাফছা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখা নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে...

**শিক্ষক :** তুমি বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বড় বন্দুক' লেখেছো কেন?
**ছাত্র :** কেন স্যার, Big (বিগ) অর্থ বড় আর Gan (গান) অর্থ বন্দুক। তাই বিজ্ঞান অর্থ বড় বন্দুক।
**শিক্ষা :** *প্রত্যেক ভাষার শব্দের অর্থ ও উচ্চারণ আলাদা। তাই অর্থ জেনে শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতে হবে।*

## প্রতারণা

*আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ৯ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**যাত্রী :** এই হেলপার বাসে সিট আছে?
**হেলপার :** আছে, উঠেন উঠেন।
**যাত্রী :** দৌড়ে উঠার পর কোন সিট খালি না পেয়ে হেলপারের প্রতি রেগে বলল, এই হেলপার সিট কই?
**হেলপার :** এই মিঞা, কানা নাকি চোখে দেখছেন না কত সিট? উঠার সময় কি বলে উঠেছেন, সিট খালি আছে কি?

**শিক্ষা :** *প্রতারকরা এভাবেই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে।*

## দুইবন্ধু কৌতুক

*আবু বকর ছিদ্দীক, মক্তব বিভাগ*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

(শফীক ও রফীক দুই বন্ধু বিকালে মাদরাসার পাঠ কক্ষে এসে পড়ালেখা বিষয়ে আলোচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর বিকালে পাঠ কক্ষে এসে...)
**শফীক :** বন্ধু রফীক! আজ আমরা কোন বিষয় আলোচনা করব।
**রফীক :** ভাগ
**শফীক :** (রাগ করে) তাহলে আমি যাই (বলে চলে যেতে লাগল)
**রফীক :** বন্ধু তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন?
**শফীক :** তুমিই তো বললে ভাগ। তাই আমি চলে যাচ্ছি।
**রফীক :** আরে বন্ধু আমি তো ভাগ অঙ্কবিষয়ে আলোচনা করব বলেছি।
**শিক্ষা :** *ধীরস্থির ভাবে কথা শুনে ও বুঝে কাজ করতে হবে। রগচটা হওয়া যাবে না।*

## *শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন*

*যোহুরা, ৮ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

এক ছাত্র পরীক্ষার হলে বাইরে তাকিয়ে মাদরাসার কক্ষ গণনা করছিল। এমন সময় শিক্ষক বললেন, আবির তুমি কি করছো?
**আবির :** স্যার কক্ষ গণনা করছি।
**শিক্ষক :** কেন?
**আবির :** 'The Madrasah' রচনা এসেছে তাই।

**শিক্ষক :** তুমি তো দেখছি গো-গর্দভ।

পরের দিন পরীক্ষার সময়...

**শিক্ষক :** আবির আজ কী রচনা এসেছে?

**আবির :** স্যার 'গরু' রচনা।

তাহলে তো তোমার সামনে এবার গরু রাখতে হবে!

**আবির :** কি দরকার স্যার, গত কাল তো আপনি বললেন যে, আমি গরু।

**শিক্ষা :**

১. *কথা বুঝে কাজ করতে হবে।*

২. *শিক্ষককে কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ধারণক্ষমতা বুঝে উপমা প্রয়োগ করতে হবে।*

➲ **আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হতে উত্তম'** *(বুখারী হা/২৭৯২)*।

➲ **সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উট কুরবানী করার চেয়ে উত্তম হবে'** *(বুখারী হা/৩০০৯)*।

# আমার দেশ

*সংগ্রহে : ইবরাহীম, ৭ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

## ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের বাগেরহাট যেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটির গায়ে কোনো শিলালিপি নেই। তাই এটি কে নির্মাণ করেছিলেন বা কোন সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সুলতান নাছিরুদ্দীন মাহমূদ শাহের (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আযম খানজাহান সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে খলীফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন। খানজাহান বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল গড়ে তোলেন, যা পরে ষাট গম্বুজ মসজিদ হয়। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দেখলে এটি যে খান

জাহান-ই নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধারণা করা হয় তিনি ১৫শ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি বহু বছর ধরে ও বহু অর্থ খরচ করে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাথরগুলি আনা হয়েছিল রাজমহল থেকে। তুঘলকি ও জৌনপুরী নির্মাণশৈলী এতে সুস্পষ্ট। এটি বাংলাদেশে তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি। বাগেরহাট শহরটিকেই বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে।

**আয়তন :**

মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলি প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু।

**বহির্ভাগ :**

মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট আকারের খিলানযুক্ত দরজা আছে। মাঝের দরজাটি অন্যগুলির চেয়ে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৭টি করে দরজা। মসজিদের ৪ কোণে ৪টি মিনার আছে। এগুলির নকশা গোলাকার এবং এরা উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। এদের কার্নিশের কাছে বলয়াকার ব্যাণ্ড ও চূড়ায় গোলাকার গম্বুজ আছে। মিনারগুলির উচ্চতা ছাদের কার্নিশের চেয়ে বেশী। সামনের দু'টি মিনারে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে এবং এখান থেকে আযান দেবার ব্যবস্থা ছিল। এদের একটির নাম রওশন কোঠা, অপরটির নাম আন্ধার কোঠা। মসজিদের ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ বা পিলার আছে। এগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬ সারিতে অবস্থিত এবং প্রত্যেক সারিতে ১০টি করে স্তম্ভ আছে। প্রতিটি স্তম্ভই পাথর কেটে বানানো। শুধু ৫টি স্তম্ভ বাইরে থেকে ইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই ৬০টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের ওপর তৈরি করা হয়েছে গম্বুজ। মসজিদটির নাম ষাট গম্বুজ (৬০ গম্বুজ) মসজিদ হলেও এখানে গম্বুজ মোটেও ৬০টি নয়। বরং গম্বুজ সংখ্যা ৭৭টি। ৭৭টি গম্বুজের মধ্যে ৭০টির উপরিভাগ গোলাকার এবং পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজা ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝের মিহরাবের মধ্যবর্তী সারিতে যে সাতটি গম্বুজ সেগুলি দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মতো। মিনারে গম্বুজের সংখ্যা ৪টি। এ হিসাবে গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৮১টি। তবুও এর নাম হয়েছে ষাট গম্বুজ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সাতটি সারিবদ্ধ গম্বুজ সারি আছে বলে, ষাট গম্বুজ নাম হয়েছে। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, গম্বুজগুলি ৬০টি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ওপর অবস্থিত বলেই নাম ষাট গম্বুজ হয়েছে। তবে স্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে জানা গেছে যে, শুরুতে মসজিদটির নাম বলা হত 'ছাদ গম্বুজ'।

যেহেতু পুরো ছাদ গম্বুজ বেষ্টিত। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ ছাদকে ষাট-এর সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। ফলে ছাদ গম্বুজ না হয়ে 'ষাট গম্বুজ' নামে পরিচিত হয়েছে।

**অভ্যন্তরভাগ :**

মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মিহরাব আছে। মাঝের মিহরাবটি আকারে বড় এবং কারুকার্যমণ্ডিত। এ মিহরাবের দক্ষিণে ৫টি ও উত্তরে ৪টি মিহরাব আছে। শুধু মাঝের মিহরাবের ঠিক পরের জায়গাটিতে উত্তর পাশে যেখানে ১টি মিহরাব থাকার কথা সেখানে আছে ১টি ছোট দরজা। কারো কারো মতে, খান-ই-জাহান এই মসজিদটিকে ছালাতের কাজ ছাড়াও দরবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। আর এই দরজাটি ছিল দরবার ঘরের প্রবেশ পথ। আবার কেউ কেউ বলেন, মসজিদটি মাদরাসা হিসাবেও ব্যবহৃত হ'ত। ইমাম ছাহেবের বসার জায়গা হিসাবে রয়েছে মিম্বার।

# বহুমুখী জ্ঞানের আসর

## দৈনন্দিন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

*সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৭ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের টেলি যোগাযোগ নেই?
**উ :** ইসরায়েল।

২. পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহের নাম কী?
**উ :** শুক্র।

৫. বিশ্বে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় কবে?
**উ :** ১৯৬৯ সালে।

৬. বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয় কবে?
**উ :** ১৯৯৬ সালে।

৭. ফেসবুক চালু হয় কত সালে?
**উ :** ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সালে।

৮. বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় কত সালে?
**উ :** ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯০ সালে।

৯. বৈদ্যুতিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরলে বিদ্যুৎ খরচ কেমন হয়?
**উ :** বিদ্যুৎ খরচ একই হয়।

১১. রঙিন টেলিভিশনের ক্যামেরায় যে তিনটি মৌলিক রং থাকে সেগুলি কী?
**উ :** লাল, নীল ও সবুজ।

১২. রঙিন টেলিভিশন থেকে কোন ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়?
**উ :** গামা রশ্মি।

১৩. বাংলাদেশে তৈরী ল্যাপটপের নাম কী?
**উ :** দোয়েল।

১৪. বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার হয় কত সালে?
**উ :** ১৯৬৪ সালে।

# রহস্যময় পৃথিবী

*সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
*পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।*

## বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থান

ভ্রমণপ্রিয় মানুষের সব সময়ের চিন্তা একটাই- তা হল নতুন কোনো জায়গা ঘুরে দেখা। নতুন দেশ, নতুন জায়গা আর নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া তাদের একমাত্র চাওয়া। তাদের সেই নতুনত্ব খুঁজে পেতে নতুন খবর নিয়ে এলো ইউনেস্কো। বহুদিন ধরেই বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থানগুলিকে ইউনেস্কো তালিকাবদ্ধ করছে। সম্প্রতি এ তালিকায় আরো নতুন কিছু স্থান যোগ করা হয়েছে।

জেনে নিন স্থানগুলি সম্পর্কে-

### ১. মিসটেকেন পয়েন্ট, কানাডা

কানাডার নিউফাউল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বের উপকূলবর্তী ১০ মাইল এলাকাতে রয়েছে অসংখ্য ফসিল। এগুলি এডিক্যারিয়ান পিরিয়ডের-যেখানে ৪৮০ বছরেরও আগের জীবাশ্ম রয়েছে। এখানে রয়েছে পৃথিবীতে তিন বিলিয়ন বছর আগের প্রাচীন প্রাণীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

### ২. আর্কিপিয়েলগো ডে রেভিলেগিগাডু, মেক্সিকো

মেক্সিকোর প্যাসিফিক অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে রয়েছে সমুদ্রে নিমজ্জিত আগ্নেয়গিরি। তবে সে আগ্নেয়গিরির উচ্চতম স্থানটি সমুদ্রের ওপরেই অবস্থিত। এ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাণী বসবাস করে।

### ৩. নেভাল ডকইয়ার্ড অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল সাইটস, অ্যান্টিগুয়া

অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বার্বুডাতে প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এ স্থানটি। এখানে রয়েছে জর্জিয়ান স্টাইল বিল্ডিং, যা আফ্রিকানদের জোর করে দাস বানিয়ে পাঠানোর স্মৃতি বহন করছে। এছাড়া এখানে প্রাচীন ডকইয়ার্ড রয়েছে, যা ব্রিটিশ নেভির স্মৃতি বিজড়িত।

### ৪. দুই মেরিন ন্যাশনাল পার্ক, সুদান

সুদানের এ মেরিন ন্যাশনাল পার্ক মূলত দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত। এর একটি প্রবাল প্রাচীর ও অন্যটিতে রয়েছে ডুবো পাহাড়, উপকূল ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য। অসংখ্য প্রাণী বাস করে এখানে।

### ৫. লুট মরুভূমি, ইরান

ইরানের ডাস্ত-ই লুট মরুভূমি বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক ও উষ্ণ স্থান হিসাবে বিবেচিত। এ অঞ্চলে জীবনধারণের জন্য এত বিরূপ পরিস্থিতি রয়েছে যে, এখানে কেউ বসবাস করতে পারে না। এমনকি ব্যাকটেরিয়াও এ অঞ্চলে বাস করতে পারে না। এ অঞ্চলে অত্যন্ত শক্তিশালী উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান। প্রায় আট হাযার বর্গমাইল এলাকাব্যাপী এ অঞ্চলটি বিস্তৃত।

### ৬. দ্যা পার্সিয়ান কোয়ানাট, ইরান

ইরানের কোয়ানাট হল শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের জন্য খননকৃত একসারি টানেল। এতে আরও রয়েছে বহু মাইল পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পনি প্রবাহ। এ ব্যবস্থা ইরানের ঐতিহ্যেরও অংশ হয়ে উঠেছে, যে কারণে একে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ঘোষণা করা হয়েছে।

### ৭. পামপুলহা মডার্ন এনসেমবেল, ব্রাজিল

১৯৪০ সালে অস্কার অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাজিলের বেলো হরাইজোনেট অঞ্চলে তৈরি হয় অবকাশকালীন সময় কাটানোর উপযোগী বেশ কিছু স্থাপনা। এগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যাসিনো, বলরুম, গলফ ক্লাব ও চার্চ।

### ৮. কাঞ্চনজংঘা ন্যাশনাল পার্ক, ভারত

হিমালয় অঞ্চলের এ কাঞ্চনজংঘা ন্যাশনাল পার্কে রয়েছে অসংখ্য গাছপালা, পাহাড়, লেক ও হিমবাহ। এ পার্কেই রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

### ৯. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব এলাকাকে সম্প্রতি বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ৮০০ বছরের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়টির নানা নিদর্শন।

### ১০. নান ম্যাডোল ক্রিমোনিয়াল সেন্টার, মাইক্রোনেশিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরীয় পনপেই অঞ্চলে ৯৯টি দ্বীপের রয়েছে ১২০০ থেকে ১৫০০ সালে নির্মিত অসংখ্য নিদর্শন। এগুলির মধ্যে রয়েছে পাথরের প্রাসাদ, মন্দির ও বাড়ীঘর। এ অঞ্চলে দারুণ খাল থাকায় তাকে 'ভেনিস অব দ্যা প্যাসিফিক' বলা হয়।

### ১১. অ্যানি আর্কিওলজিক্যাল সাইট, তুরস্ক

আর্মেনিয়া সীমান্তে তুরস্কের অ্যানি এলাকায় রয়েছে ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের বহু নিদর্শন। এগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীতে বিদেশী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনও অবশ্য কিছু স্থাপনা টিকে রয়েছে, যা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

### ১২. গোরহ্যামস কেভ অন জিব্রাল্টার, যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের এ অঞ্চলের গুহায় রয়েছে গুহামানব নিয়ান্ডারথালের নিদর্শন, যা ১,২৫,০০০ বছরের পুরনো বলে ধারণা করা হয়। স্পেনের পশ্চিম উপকূল ও ভূমধ্যসাগরের মুখ হিসাবে পরিচিত এ অঞ্চলটি এবার বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হয়েছে।

### ১৩. ফিলিপ্পি আর্কিওলজিক্যাল সাইট, গ্রিস

ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী প্রাচীন রুট গিয়েছিল এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে। ফিলিপ্পি স্থাপিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ শহরকে 'ছোট রাম' বলা হয়।

### ১৪. অ্যান্টিকুয়েরা ডোলমেনস, স্পেন

স্পেনের এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলি নির্মিত হয়েছে নিওলিথিক ও ব্রোঞ্জ যুগে। দক্ষিণ স্পেনের এ অঞ্চলে রয়েছে বিশাল তিনটি মন্দির ও সংলগ্ন নিদর্শন।

### ১৫. দ্যা আহওয়ার, ইরাক

ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের নিচুভূমিতে রয়েছে এ অঞ্চলটি। এখানে তিনটি প্রাচীন নিদর্শনসমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে। এগুলি হল উরুক, উর ও চারটি পানি বেষ্টিত এলাকা। এ অঞ্চলে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

# সাহিত্যাঙ্গন

## পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন

*ফরীদুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**জন্ম :** তিনি ১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে।

**পিতা-মাতা :** তাঁর পিতা মৌলভী আনছার উদ্দীন আহমাদ ও মাতা আমেনা খাতুন।

**উপাধি :** পল্লীকবি।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা :** তিনি ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

**শিক্ষকতা :** তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন ১৯৩৮ সালে।

**কবিতা চর্চা :** তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে ছাত্রজীবনেই। ছাত্রাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয় 'কবর' কবিতা ও কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় ছাপানো হয় এবং 'রাখালী' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে সংকলন করা হয়।

**কবিতার ধরন :** তাঁর রচিত কবিতাগুলিতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

**বিখ্যাত গাথাকাব্য সমূহ :** নক্সীকাঁথার মাঠ (১৯২৯) যা ই.এম. মিলফোর্ড, 'Field of the Embroidery Quilt' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) ইত্যাদি।

**খণ্ড কবিতার সংকলন সমূহ :** রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮), ও সুচয়নী (১৯৬১)।

**সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ :** যাঁদের দেখেছি (স্মৃতিকথা ১৯৫২), জীবন কথা (আত্মজীবনী ১৯৬৪) ইত্যাদি।

**ভ্রমণকাহিনী সমূহ :** চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) প্রভৃতি।

**শিশুতোষ গ্রন্থসমূহ :** হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিম কুমার (১৯৫১)।

**সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ :** তিনি ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি ও সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক লাভ করেন।

**মৃত্যু :** তিনি ১৩ই মার্চ, ১৯৭৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে ১৪ই মার্চ ১৯৭৬ সালে ফরিদপুরের আম্বিকাপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়।

# দেশপরিচিতি

## ভুটান

**দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত**

**সাংবিধানিক নাম :** কিংডম অব ভুটান।

**রাজধানী :** থিম্পু।

**আয়তন :** ৩৪,৩৯৪ বর্গ কিলোমিটার।

**লোকসংখ্যা :** ৮ লক্ষ।

**জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :** ১.৪%।

**ভাষা :** দোজংখা।

**মুদ্রা :** গুলট্রাম।

**সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় :** বৌদ্ধ (৭৪.৭%)।

**স্বাক্ষরতার হার (১৫+) :** ৫৭%।

**মুসলিম হার :** ১.৫%।

**মাথাপিছু আয় :** ৭,০৮১ মার্কিন ডলার

**গড় আয়ু :** ৬৯.৯ বছর।

**জাতীয় দিবস :** ১৭ই ডিসেম্বর।

**জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ :** ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

### 'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

# যেলাপরিচিতি

## ফরিদপুর

**যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত**

**প্রতিষ্ঠা :** ১৮১৫ সালে।

**সীমা :** ফরিদপুর যেলার পূর্বে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর যেলা; পশ্চিমে নড়াইল, রাজবাড়ী, ও মাগুরা যেলা; উত্তরে রাজবাড়ী ও মানিকগঞ্জ যেলা এবং দক্ষিণে গোপালগঞ্জ যেলা আবস্থিত।

**আয়তন :** ২,০৫২.৮৬ বর্গ কিলোমিটার।

**উপযেলা :** ৯টি। ফরিদপুর সদর, সদরপুর, মধুখালী, চরভদ্রাসন, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা, নগরকান্দা, আলফাডাঙ্গা ও সালথা।

**পৌরসভা :** ৬টি। ফরিদপুর, ভাঙ্গা, নগরকান্দা, বোয়ালমারী, মধুখালী ও আলফাডাঙ্গা ।

**ইউনিয়ন :** ৮১টি।

**গ্রাম :** ১,৮৯৯টি ।

**উল্লেখযোগ্য নদী :** পদ্মা, মধুমতি, কুমার, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

**উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান :** নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, কামারখালী গড়াই সেতু ইত্যাদি।

**উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব :** নওয়াব আব্দুল লতীফ (বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত), জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি), ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ), সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন (জন্ম কুষ্টিয়া)।

# আযব হলেও গুজব নয়

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

## ছেলের চেয়ে ভালো ফল মা ও খালার

ছেলের সাথে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ছেলেকে টপকে ভালো ফলাফল করেছেন মা। আর ছেলের মাকে টপকে আরো ভালো ফলাফল করেছেন ছেলের খালা। এমনই চমক দেখিয়েছেন নাটোর শহরের মল্লিকহাটি এলাকার রূহুল আমীনের স্ত্রী শাহনাজ বেগম ও তার ফুফাতো বোন মমতা হেনা। চলতি বছর কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় রূহুল আমীনের ছেলে রাকীব আমীন। সে পেয়েছে জিপিএ-৩.৬৭। ১৯৯৫ সালে এসএসসি পাস করেন রূহুল আমীনের স্ত্রী শাহনাজ বেগম। তারপর আর পড়া হয়নি তার। এক পুত্র ও এক কন্যার জননী শাহনাজ বেগম তার সন্তানদের পড়ালেখা করাতে গিয়ে আবারও পড়াশোনার টান অনুভব করেন। তাই ২২ বছর পর আবারও নাটোর মহিলা কলেজে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন এই মা। অর্জন করেন জিপিএ ৪.৮৩। এই শাহনাজ বেগমের আগ্রহ দেখে তার ফুফাতো বোন মমতা হেনাও শুরু করেন পড়াশোনা। ১৯৯৩ সালে এসএসসি পাশ করার ২৪ বছর পর আবারো হাতে তুলে নেন বই। দুই বোন একই কলেজে ভর্তি হয়ে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মমতা হেনা অর্জন করেন জিপিএ-৪.৮৮। একই পরিবারের এই তিনজনকে এক সাথে পাশ করতে দেখে চমকে গেছে অনেকেই। ফলাফল ঘোষণার পরপরই তাদের একনযর দেখতে অনেকেই ভীড় জমাচ্ছিলেন শহরের মল্লিকহাটি এলাকায় তাদের বাড়ীতে। মায়ের ভাল ফলাফলে খুব খুশী ছেলে রাকীবও। সে জানায়, তার চেয়ে ভাল রেজাল্ট করলেও কোন কষ্ট নেই বরং আনন্দ এই জন্য যে, তার মা ও খালা এতকিছুর পরও প্রমাণ করতে পেরেছেন, ইচ্ছা থাকলেই অনেক কিছু করা সম্ভব।

(দৈনিক ইনকিলাব ২৫শে জুলাই ২০১৭, পৃ.৯)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'

*(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*।

# আন্তর্জাতিক পাতা

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

## কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম

| উপনাম | দেশ বা স্থান |
|---|---|
| মসজিদের শহর | ঢাকা (বাংলাদেশ) |
| রিকশার শহর | ঢাকা (বাংলাদেশ) |
| ভাটির দেশ | বাংলাদেশ |
| পঞ্চনদের দেশ | পাঞ্জাব (পাকিস্তান) |
| পশুপালনের দেশ | তুর্কিস্তান |
| পবিত্র দেশ | ফিলিস্তিন |
| বজ্রপাতের দেশ | ভুটান |
| সূর্যোদয়ের দেশ | জাপান |
| প্রাচীরের দেশ | চীন |
| নিষিদ্ধ দেশ | তিব্বত |
| শান্ত সকালের দেশ | কোরিয়া |
| সাদা হাতির দেশ | থাইল্যান্ড |
| সোনালী প্যাগোডার দেশ | মিয়ানমার |
| মার্বেলের দেশ | ইতালি |
| নিশীথ সূর্যের দেশ | নরওয়ে |
| হাযার হ্রদের দেশ | ফিনল্যান্ড |
| নীল নদের দেশ | মিসর |
| পিরামিডের দেশ | মিসর |
| মরুভূমির দেশ | আফ্রিকা |
| নীরব শহর | রোম (ইতালি) |
| ম্যাপল পাতার দেশ | কানাডা |
| লিলি ফুলের দেশ | কানাডা |
| মুক্তার দেশ | কিউবা |
| ক্যাঙ্গারুর দেশ | অস্ট্রেলিয়া |
| পশমের দেশ | অস্ট্রেলিয়া |
| অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ | আফ্রিকা |
| দ্বীপ মহাদেশ | ওশেনিয়া |

# সংগঠন পরিক্রমা

**টেমা, মোহনপুর, রাজশাহী ২৮শে জুলাই শুক্রবার :** অদ্য সকাল ১১-টায় টেমা ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ মোশার্‌রফ হোসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে মা'ছূমা খাতুন।

**ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৮শে জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর ধুরইল আহলেহাদীছ হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আল-আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল বাছীর।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি মারকায এলাকার

উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মারকায এলাকার 'সোনামণি'র উপদেষ্টা ফায়ছাল আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল ক্বাদের ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ওমর ফারূক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০শে আগস্ট রবিবার :** অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এর বাছাই পর্ব মারকায এলাকার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মারকায এলাকার 'সোনামণি'র উপদেষ্টা ফায়ছাল আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মাইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহ রিয়ায ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায এলাকার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

**সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই জুলাই রবিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর হাফেযিয়া ও ফুরকানিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭' উপলক্ষ্যে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগমারা উপযেলার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও সমসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অব.) জনাব আফতাবুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আয়নুল হক্ব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন বুরহানুদ্দীন।

**তোকিপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর তোকিপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭' উপলক্ষ্যে এক

সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অত্র শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও অত্র উপযেলার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিফাত।

**নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৬শে আগস্ট শনিবার :** অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এর বাছাই পর্ব রাজশাহী মহানগরীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরীর 'সোনামণি'র পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী সদর যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আজমাল ও 'মারকায'-এর শিক্ষক হাবীবুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহ রিয়ায ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইমরান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'আল-আওন'-এর প্রচার সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম।

## প্রাথমিক চিকিৎসা

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক*

### চিকনগুনিয়া : লক্ষণ ও প্রতিকার

**চিকনগুনিয়ার পরিচয় ও উদ্ভব :**

চিকনগুনিয়া প্রথম দেখা যায় আফ্রিকান দেশ তানজানিয়াতে। তাই এই রোগের নাম 'চিকনগুনিয়া'। শব্দটিও এসেছে তানজানিয়ার ভাষা থেকে। 'চিকনগুনিয়া' শব্দটির অর্থ বেঁকে যাওয়া। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেঁকে যাওয়ার কারণেই এ রকম নামকরণ। এর ভাইরাসটি মূলত আফ্রিকান হলেও বাংলাদেশে চিকনগুনিয়া আসে ভারতের কলকাতা থেকে।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে ডেঙ্গু (এডিস মশা) আছে। এর বাহক Adese Aegypti (এডিস ইজিপট) মশাই চিকনগুনিয়া জ্বরের ভাইরাসের বাহক। তাই বাংলাদেশে ডেঙ্গুর নির্যাস রয়েই গেছে। বৃষ্টির পানি যেখানে জমা হয় সেখানে ডিম ফুটে বাচ্চা দিচ্ছে এই মশাগুলি।

**চিকনগুনিয়ার লক্ষণ :**

১. ভীষণ জ্বর হয়, যেটা ১০৪ ডিগ্রি হবে।

২. শরীরের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় অসহনীয় ব্যথা। হাত ও পা বেঁকে যায়। ব্যথার কারণে হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল ও জোড়া ফুলে যায়।

৩. হাঁটু ও পায়ের পাতায় অসহ্য ব্যথার কারণে হাঁটা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।

৪. সারা গায়ে একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লাল লাল দাগ দেখা যায়। এগুলি প্রথম দিকে খুব চুলকায়।

৫. অনেকের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডে ব্যথা হতে পারে। ব্যথার কারণে বিছানা থেকে ওঠা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

৬. ৩ থেকে ৫ দিনে যখন জ্বর কমতে শুরু করে তখন চুলকানি এবং লাল লাল দানা দেখা যেতে থাকে। এই অবস্থা ২ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে অনেকের দানা থাকে না। এর পরিবর্তে কালচে বাদামি বা ধূসর রঙের দানা থাকে। আবার বড়দের মতো হাড়ে ব্যথা কম সংখ্যক শিশুরই থাকে। তবে যেসব শিশুর হাড়ে ব্যথা হয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যথার মাত্রা তীব্র হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যতিক্রম হল মগজ বা স্নায়ুর বিভিন্ন সমস্যা, যাকে আমরা নিউরোলজিকাল লক্ষণ বলে থাকি সেগুলি শিশুদের বেশী হয়। যেমন খিচুনি, এনকেফালাইটিস। সাধারণত যে কোনো ভাইরাস জ্বর ধীরে ধীরে বাড়ে; কিন্তু চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত অনেক শিশুর হঠাৎ তীব্র জ্বর আসতে পারে।

৭. ডেঙ্গুর মতো এ রোগটি এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ালেও ডেঙ্গুর সঙ্গে এর কিছুটা পার্থক্য আছে। ডেঙ্গুর যেমন হাড়ে ব্যথা হলেও প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন হয় না, কিন্তু এ রোগে হাড়ে প্রদাহ হয়। তাই চিকনগুনিয়ায় হাড় ও গিরায় তীব্র ব্যথা হয়।

**যেভাবে ছড়ায় :**

চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি অন্য কোনো মশা কামড়ায়, তবে সেই মশার শরীরে চিকনগুনিয়ার ভাইরাস প্রবেশ করবে। এবার সেই মশা যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কামড়ায় তবে সেই ব্যক্তিরও চিকনগুনিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে শতভাগ। এভাবে আর দশটা মশা আক্রান্ত ব্যক্তিদের কামড়ালে সেই দশটা মশা থেকে চারদিকে মানুষ ও মশাগুলির শরীরে চিকনগুনিয়া ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

**চিকনগুনিয়ার চিকিৎসা :**

১. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁটা চলা একেবারেই নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে হাঁটতে হলেও সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা সম্পূর্ণ নিষেধ। রিকশা বা গাড়িতে উঠতে হলে ফুটপাতের মতো উঁচু অংশ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

২. চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিকনগুনিয়ার লক্ষণগুলি আপনার মধ্যে দেখা গেলে বুঝে নিবেন যে আপনি আক্রান্ত হয়েছেন। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অস্থির হবেন না। চিকনগুনিয়া জ্বর সাত থেকে আট দিনের মধ্যে ভালো হতে পারে। তবে এই কয়েক দিন শরীরের জয়েন্টে জয়েন্টে খুব ব্যথা থাকবে। এর প্রকোপ প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। অনেক চিকিৎসক প্যারাসিট্যামল ঔষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু জ্বর কমানোর জন্য

এখনো পর্যন্ত কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। তবে ব্যথা কমানোর জন্য কোনোভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না।

**৩.** যেহেতু মশার কারণে রোগটি ছড়িয়ে থাকে, তাই মূল সতর্কতা হিসাবে মশার কামড় থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ঘরের বারান্দা, আঙ্গিনা বা ছাদ পরিষ্কার রাখতে হবে, যাতে পানি পাঁচদিনের বেশী জমে না থাকে। এসি বা ফ্রিজের নীচেও যেন পানি না থাকে, তাও নিশ্চিত করতে হবে।

**৪.** ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রায় একই রকমের। ডেঙ্গু এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন বা ডেঙ্গু আইজিএম অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করতে হয়। তার আগ পর্যন্ত চিকিৎসার কোনো হেরফের নেই। সমস্যা তীব্র না হলে বাড়িতেই থাকুন। প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল জিনিস পান করুন (দিনে দুই লিটার, সঙ্গে লবণ-পানি, ডাবের পানি, স্যালাইন ইত্যাদি)। জ্বর ও ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। ব্যথা কমাতে ঠাণ্ডা ছ্যাঁক নিতে পারেন, হালকা ব্যায়াম করা যায়। রোগনির্ণয়ের আগেই অ্যাসপিরিন বা ব্যথানাশক সেবন করা যাবে না।

**কখন হাসপাতালে যাবেন?**

এমনিতে চিকনগুনিয়া ডেঙ্গুর মতো জটিল না হলেও ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি বা ছোট শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং কিডনি, যকৃৎ বা হৃদযন্ত্রের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ঝুঁকি থাকে। রক্তচাপ কমে গেলে বা প্রস্রাবের পরিমাণ দিনে ৫০০ মিলিলিটারের কম হলে, তিন দিন বাড়ীতে চিকিৎসার পরও ব্যথা তীব্র রয়ে গেলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে। চিকনগুনিয়া রোগ শনাক্ত করতে পিসিআর, কালচার বা অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা যেতে পারে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ রোগে গিরার কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না, এটি বাতরোগও নয়।

**চিকনগুনিয়ায় মৃত্যুঝুঁকি নেই**

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে কমতে পারে চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব। তাই ঘরের টবের পানিসহ বাড়ীর আশেপাশে ছোট পানিবদ্ধ জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিয়ে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, চিকনগুনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলে ভয়ের কিছু নেই। এই ভাইরাস জ্বরে কোনো মৃত্যু নেই, তবে দুর্ভোগটা খুব বেশী হয়।

**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে, তখন সেটা তার জন্য ছাদাক্বাহ হয়ে যায়'**

*(বুখারী হা/৫৫; মুসলিম হা/১০০২)*।

# ভাষা শিক্ষা

## প্রাণী

*যয়নুল আবেদীন*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

জেব্রা - حِمَارُ الزَّرَدِ - Zebra (জীব্‌রা)
জোঁক - عَلَقَةٌ - Leech (লীচ্)
জোনাকি - حُبَاحِبٌ - Firefly (ফায়ার্‌ফ্লাই)
ঝিঁঝি - صَرَّارُ الَّيْلِ - Cricket (ক্রিকিট)
ঝিনুক - مَحَارٌ - Oyster (অয়্‌স্টার)
টিকটিকি - سِحْلِيَّةٌ - Lizard (লিজ্যার্ড)
টিয়া - بَرَكِيْتٌ - Parakeet (প্যারাকীট)
ডলফিন - دُلْفِيْنٌ - Dolphin (ডলফিন)
ডাঁশ - بَرْغَشَةٌ - Gnat (ন্যাট)
তিমি - حُوْتٌ - Whale (ওয়েইল)
তেলাপোকা - صُرْصُرٌ - Cockroach (কক্‌রোচ্)
তোতা - بَبَّغَاءٌ - Parrot (প্যারট)
দোয়েল - أَبُو الْحِنَّاءِ - Robin (রবিন)
নেকড়ে - ذِئْبٌ - Wolf (উলফ্)
পঙ্গপাল - جَرَادٌ - Locust (লৌকাস্ট্)
পশু - بَهِيْمَةٌ - Beast (বীস্ট্)
পাখি - طَيْرٌ - Bird (বার্ড্)
পিপীলিকা - نَمْلٌ - Ant (অ্যান্ট্)
পেঁচা - بُوْمٌ - Owl (আউল)
পেঙ্গুইন - بِطْرِيْقٌ - Penguin (পেংগুইন)

## ? কুইজ

১. প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান মানুষ কে?
উঃ.....
.....
.....

২. কিছাছ অর্থ কী?
উঃ.....
.....

৩. সন্তানকে ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে রাখার কারণে তারা পিতা-মাতার জন্য কী করবে?
উঃ.....
.....

৪. কোন আবেদ ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দিলে তার উপর মায়ের বদদো'আ প্রতিফলিত হয়?
উঃ.....

৫. কার দাসী আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত সঠিক আক্বীদা বিষয়ক প্রশ্নের জবাব দিয়ে মুক্তি পান?
উঃ.....

৬. 'আল্লাহ আরশে সমুন্নীত'-এর দলীল কোথায় আছে?
উঃ.....

৭. মহানবী (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীর বিবাহ আল্লাহ আরশে দিয়েছেন?
উঃ.....

৮. কোন ছাহাবীর কুরআন তেলাওয়াত শুনে ঘোড়া লাফালাফি করছিল?
উঃ.....

৯. পিতা-মাতার জন্য সন্তানের কী করা উচিত?
উঃ.....

১০. ছাত্রাবস্থায় জসীম উদ্‌দীনের কোন কবিতা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে অক্টোবর ২০১৭।

## গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. উপরের দিকে তাকালে ২. মুনাফিক ৩. তাদের কথা মানবে না। তবে পর্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে ৪. ৪টি ৫. اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ৬. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে ৭. মাটির তৈরী ৮. আল্লাহ্র ৯. নাজীব মাহফূয ১০. শিরক।

## গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

**১ম স্থান :** হাফিযা খাতুন, ৭ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**২য় স্থান :** শাহিদা খাতুন, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**৩য় স্থান :** আফসানা খাতুন, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

### উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম :
প্রতিষ্ঠান :
শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

## সোনামণিদের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

১. যে কোন অসুখে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মায়ের বুকের দুধ ও অন্যান্য খাবার পরিমিত খেতে দিন।

২. জন্মের পর পরই এক ডোজ বি.সি.জি এবং OPV-O টিকা নিন।

৩. শিশুর বয়স ছয় সপ্তাহ হলেই প্রথম ডোজ ডি.সি.জি ও পোলিও টিকা নিন। এই টিকা অন্ততঃ ৪ (চার) সপ্তাহ পর পর তিনবার দিতে হবে।

৪. ৯ মাস পূর্ণ হলেই শিশুকে এস.আর এবং ১৫ (পনের) মাস বয়সে হামের টিকা দিন।

৫. শিশুর শ্বাস কষ্ট হলে বুকে তেল মাখাবেন না। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৬. শিশুর ডায়রিয়া এবং জ্বর চলাকালীন শিশুর প্রস্রাব ১২ ঘণ্টার মধ্যে না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৭. শিশুর জ্বরের সময় খিঁচুনী হলে মাথায় পানি ঢালুন এবং শীঘ্রই চিকৎকের পরামর্শ নিন।

৮. শিশুর খিঁচুনী বা অজ্ঞান হলে মুখে কিছু খাওয়াবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৯. শিশু খেতে না চাইলে জোর করে, ভয় দেখিয়ে বা মেরে খাওয়াবেন না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।